দৈনিক ...
তারিখ ... 28. [illegible] 1999 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 6
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
169

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজীতে ভারতীয় উপন্যাস

হেলাল উদ্দীন আহমেদ

ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা : ১৬০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ তাঁর দেশের একদল বণিককে ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যে ব্যবসায় করার জন্য সনদ প্রদান করেন। সে বণিক দলটিই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত হয় এবং কালক্রমে তারা নিজেদের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এদেশে ইংরেজীভাষা প্রবর্তনের পথ তৈরী করতে সক্ষম হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬১৩ সালে ভারতের সুরাটে তাদের প্রথম ফ্যাক্টরি বা ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করে। সুরাট শহরে ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা যে বাড়ীটি ভাড়া করেছিল সেটিই ছিল এশিয়া মহাদেশে ইংরেজী ভাষা ভাষীদের প্রথম নিরাপদ স্থান। কোম্পানী ক্রমশ তার কার্যকলাপ সম্প্রসারিত করতে থাকে এবং ১৭০০ সাল নাগাদ বম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজে সেটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর তৎকালীন মুগল সম্রাটের সঙ্গে একটি বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানী বিহার এবং উড়িষ্যাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সক্ষম হয়। বস্তুত এটিই ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, কতিপয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতবাসী একট নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুদয়ের জন্যে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮১৭ সালে রাজা রাম মোহন রায় এবং তাঁর অনুসারীরা ডেভিড হেয়ার, এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট প্রমুখ ইংরেজদের সহায়তায় হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। সুতরাং ভারতবর্ষে নির্ভেজাল ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে এ বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকে একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ কিংবা ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন প্রশ্নে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় সে প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয়রা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের একটি দল ইংরেজী ভক্ত এবং আর একটি গোষ্ঠী প্রাচ্য প্রেমিক নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৩৫ সালে প্রকাশিত ম্যাকলের মাইনুট অনুসরণ করে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড় লাট উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সরকারের মহান উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটান এবং শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য বরাদ্দকৃত সব অর্থ সার্থকভাবে ইংরেজী শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা। এবং এভাবেই সরকারীভাবে তিনি ইংরেজীভক্ত এবং প্রাচ্য প্রেমিকদের মধ্যে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ম্যাকলের মাইনুট এর অনুসরণে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজী সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের জন্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বহুসংখ্যক ভারতবর্ষীয় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে তাদের ইচ্ছে প্রকাশ করতে লাগল। এমন কি কিছুসংখ্যক লোক প্রশাসনের ভাষা হিসাবে ফার্সীর স্থলে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের দাবীও উত্থাপন করে। অতঃপর ১৯৩৭ সালের অ্যাক্ট ২৬-এর মাধ্যমে প্রশাসনের ভাষা হিসাবে ফার্সীর স্থান দখল করেছিল ইংরেজী।

ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

ভারতীয়দের ইংরেজীচর্চা : এ কথা সত্য যে, রাজা রামমোহন রায়, কালিপ্রসাদ ঘোষ, কে এম [illegible] প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষিত [illegible]রা ম্যাকলের মাইনুট [illegible]) প্রকাশিত হবার পূর্বেই [illegible] লিখা শুরু করে-

...নে। এ অগ্রপথিকরা সামাজিক কুপ্রথা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারসমূহ দূর করতে মনস্থ করেছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়দের নিকট তাদের চিন্তাভাবনা পৌছানোর জন্যে ইংরেজী ভাষাকেই উপকারী মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেছিলেন। হিকির বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০) এর মতো ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদপত্র সাময়িকী এবং ছাপাখানাসমূহের প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর ওপর পত্রিকা প্রকাশের জন্যে একটি অনুকূলআবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং ব্যক্তিগত মতামত অবাধে এবং নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করার পথ প্রশস্ত করেছিল। সে যুগের সে সব লেখা ছিল বিতর্কমূলক। প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল কল্পনাপ্রসূত গ্রন্থ সে সময় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে সে সময়টা ছিল একটি প্রস্তুতি পর্ব। সে যুগের একজন প্রতিভাশালী সাংবাদিক এবং সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় তাঁর বিভিন্ন লেখায় দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন এবং তার উত্তর সূরীদের জন্য রেখে যান এমন এক গদ্য যা ছিল স্পষ্টতা, শক্তি এবং তীক্ষ্ণতার আদর্শস্বরূপ। যখন ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়রা জনপ্রিয় ইংরেজ কবিদের অনুসরণে কাব্য রচনার প্রয়াস পান তখন উপযোগিতামূলক গদ্য ধীরে ধীরে কাব্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। কিন্তু গভীরতা এবং দক্ষ রচনাশৈলীর অভাবে তাদের কবিতা উচ্চস্তরের হয়ে ওঠেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তরু দত্ত, মনমোহন ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ বেহরামজি মালাবারি এবং অন্যান্যের কবিতায় লক্ষ্য করা যায় ভাষার অপর্যাপ্ততা, তেজোহীন অনুকরণ প্রবণতা পান্ডিত্যপূর্ণ শব্দাবলী এবং প্রতায় সিক্ত প্রকাশভঙ্গি। যা হোক তাদের কিছুসংখ্যক কবিতা লরেন্স বিনাইয়ন, এডমান্ড গস, আর্থার সায়মন্স এবং স্টিফেন ফিলিপসের মতো কবি এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিল। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় ভদ্র শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও সূত্রপাত হয়। উপযোগীতামূলক গদ্য এবং রোমান্টিক কবিতারাজি ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি প্রকাশের অনুকূল গল্প লেখার উপযোগী এক ধরনের গদ্যের জন্ম দেয়। ভারতীয় সাহিত্যে একটি নতুন আঙ্গিক হিসাবে উপন্যাস সামাজিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করে থাকে। ইতোপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে যে উপদেশমূলক উপাখ্যান অর্থাৎ হিতোপদেশ এবং বর্ণনামূলক গদ্য ছিল তা থেকে উপন্যাস ভিন্ন ধরনের। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, পাশ্চাত্য সাহিত্য এক সংস্কৃতির প্রভাব, সাংবাদিকতার বিকাশ এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যগুলোকে এবং ইংরেজীতে লিখিত ভারতীয় উপন্যাসের বিকাশকে লালন করেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব এবং ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় আঞ্চলিক সাহিত্যগুলোতে ১৮৫৪ সালে ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং এর টম জোনস উপন্যাসের ছাঁচে রচিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রথম ভারতীয় উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল এ ধরনের উপন্যাসের উদ্ভবের জন্যে যে সামাজিক অবস্থার প্রয়োজন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে সে অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ইংরেজী ভাষায় বংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত প্রথম ভারতীয় উপন্যাস রাজমোহনস ওয়াইফ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে যেনবজাগরণ এসেছিল বংকিম চন্দ্র ছিলেন তারই ফসল। রাজমোহনস ওয়াইফ উপন্যাসের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় উপন্যাসের যে ইতিহাস শুরু হয়েছিল তাকে আমাদের সুবিধার জন্যে দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায় : (ক) ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার উপন্যাস এবং (খ) ১৯৪৭ এর পরবর্তী উপন্যাস।

১৯৪৭-এর পূর্বে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় উপন্যাস : উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ভারতীয়দেরকে অনুপ্রেরণামূলক গণসাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। লাল বিহারী দের দি ফোক টেকস অব বেঙ্গল (১৮৮০) পি ভি রামস্বামী রাজুর ইন্ডিয়ান ফ্যাবলস (১৮৮৯) এবং মন্মথ নাথ দত্তের গ্লিনিংস ফ্রম ইন্ডিয়ান ক্লাসিকস (১৮৯৩-৯৪) স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের অভিব্যক্তি এবং জাতীয় পরিচিতি উপস্থাপনের প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত। এসব গ্রন্থ আমাদেরকে তৎকালীন অস্ট্রেলীয় বুলেটিন এবং ক্যানাডীয় ও আইরিশ সৃজনশীল রচনাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু দশকে রচিত অনেকে উপন্যাসেই সামাজিক জীবনের তুচ্ছতা, পারিবারিক দুঃখ কষ্ট, গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র ক্ষুধা, ক্লেশ, নৈরাশ্য, রোগব্যাধি এবং মৃত্যুর বর্ণনা পাওয়া যায়। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর সরলা অ্যান্ড হিংসা (১৮৯৫), রমেশচন্দ্র দত্তের দি লেক অব পামস : এ স্টাডি অব ইন্ডিয়ান ডোমেস্টিক লাইফ (১৯০২) এস এম মিত্রের হিন্দু পোর অর এ পিপ দি ইন্ডিয়ান আনরেস্ট (১৯০৯) এবং [illegible]কৃষ্ণের লাভ অব কুসুম (১৯১০) প্রভৃতি উপন্যাসের উপজীব্য ছিল উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলো। নারীমুক্তি বিষয়টিকে উপজীব্য করেও সে যুগে কতিপয় উপন্যাস রচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মী দেবীর দি হিন্দু ওয়াইফ অব দি এনচানটেড ফ্রুট, (১৮৭৬ কর্নেলিয়া সোরাবজীর লাভ অ্যান্ড লাইফ বিহাইন্ড দি পর্দা (১৯০১) স্বর্ণ কুমারী দেবীর দি ফ্যাটাল গারল্যান্ড (১৯১৫) উপন্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় বিষয়বস্তু এবং ভারতীয়দের আবেগ অনুভূতিকে ভিত্তি করে ভিক্টোরীয় আঙ্গিক ও শৈলীতে, রচিত এসব উপন্যাসে শিল্পবোধের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। দুর্বল কাহিনী এবং দুর্বলতার চরিত্রাংকনের কারণে এসব উপন্যাস সৃজনশীল কল্পনার ফসল বলে পরিগণিত না হয়ে সমাজতত্ত্বমূলক দলিল হিসাবে কাজে লাগতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর বিশ, তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে রচিত উপন্যাসগুলোকে সে সময়কার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাচেতনা বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় সেগুলোকে বাস্তব জীবনভিত্তিক সৃষ্টি বলে গণ্য করা যায়। সে সব উপন্যাসের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা

(৭-এর পৃঃ দ্রঃ)

...৯৩৫), আনটাচ্যাবল (১৯৩৫) ...লিভস অ্যান্ড এ বার্ড (১৯৩৭) ...মেদ আলীর টুইলাইট ইন ...লী (১৯৪০), হুমায়ুন কবি... মেন অ্যান্ড রিভার্স (১৯৪৫) ...ভূতি উপন্যাসে সামাজিক বাস্ত...তারই প্রতিফলন ঘটেছে। মুলক ...জ আনন্দের দি সিকল অ্যান্ড সোর্ড (১৯৪২) এবং আমির ...লীর কনফ্লিক্ট (১৯৪৭) উপ...াস সত্যাগ্রহের আদর্শ এবং ...তীয়তাবাদী অনুভূতিকে উপ...জীব্য করে রচিত হয়েছে।

১৯৪৭এর পরে ইংরেজী ভাষায় ...রতীয় উপন্যাস : এ কথা সত্য ...য ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষায় ...রা লিখতেন তাঁরা ১৯৪৭ সালের পূর্বেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। যা হোক স্বাধীনতা ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় উপন্যাসের বিকাশের পথ ...সৃণ করেছিল। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই জনগণ প্রত্যক্ষ করলেন বিশৃংখলা, রক্তপাত, হত্যাকান্ড এবং মোহমুক্তি, তাই ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ের কতগুলো উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলন বিবৃত হয় অতীতের প্রেক্ষাপটে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নির্বিচারে হত্যাকান্ডের ছবিও সেগুলোতে অংকিত হয়। এ শ্রেণীর উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে কাশবন্ত সিংহ এবং মনোহর মালগায়নকার উপন্যাসসমূহ। তছাড়া আরো আছে কে এ আব্বাসের ইনকিলাব (১৯৫৫), আর কে নারায়নের ওয়েটিং ফর দি মহাত্মা (১৯৫৬), নয়নতারা সাইগলের এ টাইম টু বি হ্যাপি (১৯৫৭) এবং নাগরাজনের কানিকল অব কেদারাম (১৯৬১)।

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষের লেখকেরা প্রধানতঃ বিলেতে তাঁদের আদর্শের খোঁজ করতেন। সে যা হোক, স্বাধীনতা তাদের জন্যে দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের [illegible] এনে দিয়েছিল সে জন্যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতীয় লেখকদের সৃজনশীল কল্পনা ইংল্যান্ড অতিক্রম করে বিচরণ করত ইউরোপীয় দেশগুলোতে এবং আমেরিকায়। এবং সৃজনশীল মনের অধিকারী ভারতীয়রা আমেরিকার হেমিংওয়ে ও ফকনারের বীরত্বব্যঞ্জক কল্পনাপ্রিয়তা এবং ফ্রান্সে সার্ত্রে এবং কামুর অস্তিত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাই দেখা যায় সমসাময়িক ইউরোপীয় এবং মার্কিন ঔপন্যাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত সে সময়ের অনেক লেখক বিশেষ করে কম বয়েসী লেখকেরা মানসিক হতাশা, নিঃসঙ্গতা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

ক্রমবিকাশের ধারায় কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনামূলক উপন্যাস থেকে শুরু করে সামাজিক বাস্তবতাভিত্তিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তিগত সংকট এবং মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে উপনীত হয়ে ইংরেজী ভাষায় রচিত ভারতীয় উপন্যাস বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং পরিপক্কতা লাভ করে। সংখ্যায় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল এ সব উপন্যাস, তেমনি গুণেও হয়েছিল উন্নতমানের। সাম্প্রতিককালে 'বড় তিন জন' অর্থাৎ মুলক রাজ আনন্দ, রাজা রাও এবং আর কে নারায়ণ ছাড়াও অনেক ঔপন্যাসিকই ইংরেজী ভাষায় বহুসংখ্যক উপন্যাস রচনা করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ : ১। ইংলিশ এডুকেশন এ্যান্ড দি অরিজিন অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম—বি টি ম্যাকক্যালি, ২। ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ—কে আর এস আয়েনগার, ৩। এ সার্ভে অব এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ফিকশন—ভুপাল সিং, ৪। স্টাডিজ ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান ফিকশন ইন ইংলিশ উইলিয়ামস।